সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৭তম বর্ষ ❑ নবম সংখ্যা ❑ পৌষ-১৪৩০, ডিসেম্বর-জানুয়ারি, ২০২৪ ❑ পৃষ্ঠা ৮

সাভারে ফুল চাষে ভাগ্য ফিরেছে কৃষক সিরাজুলের ... ২

চুইঝাল বিক্রয় করেই ৪ একর জমি কিনেছেন ... ৩

তরুণ কৃষক জুনেদ শসা চাষে ২০ হাজার খরচে ... ৪

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় সরিষার মাঠ মৌমাছি ... ৫

উৎপাদন বৃদ্ধি ও সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে গুরুত্ব দেয়া হবে –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নতুন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি। কৃষকদের উন্নতির জন্য সাধ্যের মধ্যে যা যা করার তা করা হবে বলেও জানান তিনি।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ ইং রোববার সকালে সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় তাকে গণসংবর্ধনা প্রদান করা হয়

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, কৃষিতে তো উৎপাদনটাই হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা যদি উৎপাদন না করতে পারি তাহলে বাজার কীভাবে দখল করব, মূল্য কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করব, কীভাবে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই চেইনকে কার্যকর করব। সেজন্য, সকল সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ফসলের উৎপাদন আরো বৃদ্ধি করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি ইঞ্চি জমিকে আবাদের আওতায় আনতে কাজ করব। সিন্ডিকেট প্রসঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, সিন্ডিকেট সব জায়গায় থাকে। তাদের কীভাবে দমন করতে হবে, সেটার পদ্ধতি বের করতে হবে। কাউকে গলা টিপে মারার সুযোগ নেই আমাদের। কর্মের মাধ্যমে এগুলোকে কন্ট্রোল করতে হবে। সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বারোপ করা হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

কৃষি সেক্টরের গবেষণার ফসল বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিতে হবে - কৃষিসচিব

অনুষ্ঠানে বিএআরআই উদ্ভাবিত 'বারি বাতাবিলেবু-৫' এর চারা হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ওয়াহিদা আক্তার, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, জৈন্তাপুর, সিলেটের আয়োজনে 'মাতৃবাগান তৈরির লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট বিএআরআই উদ্ভবিত বারি বাতাবি লেবু-৫

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি জনাব ওয়াহিদা আক্তার, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

ফরিদপুর সদর উপজেলা মাল্টিপারপাস হলরুমে ফরিদপুরে পার্টনার প্রকল্পের স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নকরণ বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

সাভারে ফুল চাষে ভাগ্য ফিরেছে কৃষক সিরাজুলের

হাজী মো: সিরাজুল ইসলাম। ছিলেন জগন্নাথ কলেজের পলিটিক্যাল সাইন্সের ছাত্র। যেতে পারতেন চাকুরিতে, কিংবা বড় ভাইদের মতো বিদেশে। কিন্তু তিনি তার রক্তে বয়ে যাওয়া কৃষির নেশাকে পেশায় পরিণত করেছেন। সিরাজুল ইসলাম পৈতৃক সূত্রে পাওয়া জমিতে আগে করতেন ধান চাষ। কিছু জমিতে করেন সবজি চাষ। আশেপাশের কৃষকদের দেখে তিনি উৎসাহিত হয়ে তার পড়ে থাকা জমিতে ফুলের চাষ শুরু করেন। তিনি একবিঘা জমিতে জারবেরা ফুলের চারা রোপণ করেন ২০২২ সালে। জারবেরার শেড তৈরী থেকে শুরু করে প্রারম্ভিক খরচ ব্যয়বহুল হলেও ভালো বাজারদর পেয়ে তিনি লাভবান হন বেশ অল্প সময়ের ব্যবধানে। তিনি জানান ৮০ টাকা প্রতি পিস হিসেবে চারা কেনেন। সারা বছরই এ ফুলের চাষ হয় তবে অক্টোবর নভেম্বর মাসে চারা লাগানোর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। চারা লাগানোর পর থেকে ৯০-১০০ দিনের মধ্যে ফুল আসে। প্রতি ঝাড়ে এক বছরে ২০-২৫টির মতো ফুল আসে। ভালো ফলন পাওয়ার জন্য তিনি জমিতে জৈবসার, ইউরিয়া, মিউরেট অব পটাশ ইত্যাদি সার পরিমিত মাত্রায় ব্যবহার করে থাকেন। স্থানীয় বাজারে অফ সিজনে একটি ফুল ৩০-৬০ টাকা ও শীতের মৌসুমে ১০-২০ টাকা দরে বিক্রি হয়। ঢাকা থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হওয়ায় তারা প্রতিদিন আগারগাঁও ও শাহবাগে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ফুল বিক্রয় করে থাকে। কৃষক সিরাজুল ইসলামের জারবেরার শেড পরিদর্শন করতে গিয়ে কৃষি তথ্য সার্ভিসের উপপরিচালক (গণযোগাযোগ) জনাব ফেরদৌসী ইয়াসমিন জানান, দীর্ঘদিন ফুলদানিতে সতেজ থাকে বলে দেশী ও আন্তর্জাতিক বাজারে কাটফ্লাওয়ারের চাহিদা সব সময় থাকে। সারা বছর গ্রিন/পলি হাউসে জারবেরা উৎপাদন করা যায়। সৌন্দর্য পিপাসু মানুষের কাছে এর আবেদন অন্যরকম। পতিত জমি চাষের আওতায় এনে জারবেরার চাষ কৃষকদের ভাগ্য বদলে দেবে বলে আমি আশা রাখি। সাভার অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ একটি উপজেলা। দিন দিন শিল্পায়নের প্রভাবে এখানকার চাষযোগ্য জমি উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাচ্ছে। এছাড়াও আছে বিভিন্ন আবাসন কোম্পানির আগ্রাসন। এর মাঝেও পতিত জমি ব্যবহার করে কৃষক সিরাজুল বছরে আয় করছে দেড় থেকে দুই লক্ষ টাকা যা অন্যান্য কৃষি উদ্যোক্তাদের কাছে সফলতার আদর্শ। সাভার উপজেলা কৃষি অফিস নানাবিধ রোগ, সার ও কীটনাশক বিষয়ক পরামর্শ তাদের প্রদান করে থাকে।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের উপপরিচালক (গণযোগাযোগ) জনাব ফেরদৌসী ইয়াসমিন সাভারে কৃষক সিরাজুল ইসলামের জারবেরার শেড পরিদর্শন করছেন

কৃষিবিদ সাবরিনা আফরোজ, কৃতসা, ঢাকা

মাদারীপুরে কৃষির পার্টনার প্রোগ্রামের কর্মশালায়

শেষ পাতার পর

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ওয়াহিদা আক্তার সচিব কৃষি মন্ত্রণালয়

এ উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিএইর মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার এবং ডিএইর সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক মো. তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী।

বরিশালের হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালক মো. অলিউল আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডিএই, বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. শওকত ওসমান, পার্টনার প্রকল্পের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মো. মিজানুর রহমান, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. বিমল চন্দ্র কুন্ডু প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক ড. সুরজিত সাহা রায়, কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব সাবিনা ইয়াছমিন, প্রোগ্রামের সিনিয়র মনিটরিং অফিসার মোসা. ফাহিমা হকসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, ৪৯৫টি উপজেলায় কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ করাই এই প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য। এর মাধ্যমে দেশের ৩ লাখ হেক্টর জমিতে ফল ও সবজি, ২ লাখ হেক্টর জমিতে জলবায়ুসহিষ্ণু ধানের জাত, ২ লাখ হেক্টর জমিতে অন্য দানাশস্য ফসল, ডালফসল, তেলফসল ও উদ্যান ফসল আবাদের এলাকা বাড়বে। একই সাথে ১ লাখ হেক্টর জমিতে উন্নত আধুনিক সেচ এলাকাও বৃদ্ধি হবে। পাশাপাশি ২০ হাজার তরুণ ও নারী উদ্যোক্তা তৈরি করা হবে। প্রোগ্রামে আরো থাকছে কৃষি সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার, গবেষণা ও উন্নয়ন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও সেচ যন্ত্রপাতি, মোবাইল ক্রপ ক্লিনিক, কৃষিকাজে অনুদান, বিপণন ব্যবস্থার মানোন্নয়ন, কৃষক এবং কৃষি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ। এছাড়াও দেশের ২ কোটি ২৭ লাখ ৫৩ হাজার ৩ শত ২১ জন কৃষকের মাঝে স্মার্ট কার্ড বিতরণ করা হবে। এই প্রোগ্রামের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ইফাদের আর্থিক সহযোগিতায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের ৭টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন হবে। এর স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে রয়েছে ৮টি প্রতিষ্ঠান। ৫ বছর মেয়াদি এই কার্যক্রমের শেষ সময় ৩০ জুন ২০২৮ খ্রিষ্টাব্দ।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

চুইঝাল বিক্রয় করেই ৪ একর জমি কিনেছেন মাহামুদপুরের হবিবার খাঁ

মানুষের চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নয়। ঠিক তেমনি চেষ্টা করেছেন যশোর বাঘারপাড়া উপজেলার মাহামুদপুর গ্রামের মৃত সোনা খাঁর ছেলে হবিবার খাঁ। চুইঝাল বিক্রয় করে ৪ একর জমি কিনেছেন। তিনি ব্যতিক্রম ধর্মী ব্যবসা করে নিজের যোগ্যতাকে প্রমান করেছেন। হবিবার খাঁ দৈনিক স্পন্দন কে বলেন, প্রতি কেজি চুইঝাল ৮০০-১১০০ টাকা দরে বিক্রয় করি। বিভিন্ন হোটেলে অর্ডারের মাল দিয়ে আসি। এ ব্যাপারে কথা বলছিলাম যশোর সদর উপজেলা কৃষি অফিসের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ আবু ইছা বিশ্বাস এর সাথে তিনি বলেন চুইঝাল এক প্রকার উৎকৃষ্ঠ মসলাজাতীয় ফসল, সকল সবজিতে খাওয়া যায় তবে খাঁসির মাংস বা যেকোন মাংসে অতুলনীয়। চুইঝাল ব্যবসায়ী হাবিবার খাঁ কে মাহামুদপুর, জামালপুর, বসুন্দিয়া, জয়ন্তা, বাসুয়াড়ী, দরাজহাট, হাবুল্যা, লক্ষীপুর, খলশী, বরহমপুর, জামদিয়া ভায়না, রাজাপুর, বাগডাঙ্গা, দাইতলা, ফতেপুর ইত্যাদি এলাকায় বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে চুইঝাল বিক্রয় করতে দেখা যায়। তিন যুগ ধরে চুইঝাল বিক্রয় করে সংসার চালান, দুই কলেজ পড়ুয়া ছেলের খরচ চালান, এককথায় চুইঝাল বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করেন হবিবার (৪৫)। তিনি বলেন, এ কাজে তার ছেলেরা পড়াশোনার পাশাপাশি সহায়তা করে। অতি সম্প্রতি তিনি ৪ একর জমি ক্রয় করে এলাকায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

চুইঝাল সংগ্রহের সময় ব্যবসায়ী হবিবার খাঁ ও উপসহকারী কৃষিকর্মকর্তা আবু ইছা বিশ্বাস

মাসুম বিল্লাহ, কৃতসা, যশোর

পুষ্টি কর্নার : কমলা

কমলা ভিটামিন-সি ৫৪.০ মিলিগ্রাম' সমৃদ্ধ ফল। খাদ্যোপযোগি প্রতি ১০০ গ্রাম কমলায় জলীয় অংশ ৮৯.৪ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.১ গ্রাম, হজমযোগ্য আঁশ ০.৩ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৪৪ কিলোক্যালরি, পানি ৮৭.৭ গ্রাম, আমিষ ০.৭ গ্রাম, চর্বি ০.২ গ্রাম, শর্করা ৮.৭ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২৩ মিলিগ্রাম, জিংক ০.০৭ মিঃ গ্রাম, লৌহ ০.২ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.০৪ মিলিগ্রাম, খাদ্যআঁশ ২.৪ গ্রাম, ভিটামিন-এ ১৯ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-ই ০.২৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.০১ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন 'সি' ৪০ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। কমলা সর্দিজ্বর নিরাময়ে উপকারী। ফলের ছাল বমি নিবারক। ফলের শুষ্ক খোসা অম্লরোগ ও শারীরিক দুর্বলতা নিরসনে উপকারী। কমলার জনপ্রিয় জাত হলো খাসিয়া, নাগপুরী, মোসাম্বি, বারি কমলা-১, বারি কমলা-২, বারি কমলা-৩। সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার ও পঞ্চগড় এলাকায় কমলার চাষ হয়।

সূত্র: কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস

উত্তম কৃষি চর্চা (GAP) অনুশীলন ও বাস্তবায়নের জন্য পাবনায় সমন্বয় সভা

৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩ সকাল ১০ ঘটিকায় উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাবনা এর সহযোগিতায়, গ্যাপ ইউনিট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আয়োজনে কাঁচা পেঁপের (GAP) প্রটোকল ভ্যালিডেশন সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। GAP (Good Agricultural Practices) উত্তম কৃষি চর্চা এর সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন পাবনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো: জামাল উদ্দিন, হর্টিকালচার উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি এর উপপরিচালক (কন্দাল, সবজি ও মসলাজাতীয় ফসল) কৃষিবিদ মোহাম্মদ সফিউজ্জামান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডা. মো: সাইদ হাসান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাবনা এর জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ মো: সাইফুল ইসলাম, অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ মো: রোকনুজ্জামান, অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি) কৃষিবিদ মো: আব্দুল মজিদ ও আটঘরিয়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো: সজিব আল মারুফ ও অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাগণ।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. যাকীয়াহ রহমান মনি (পুষ্টি ইউনিট) ও সদস্যসচিব (GAP ইউনিট), তার পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনায় জানান, গ্যাপ এর উদ্দেশ্যে নিরাপদ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন ফসলের টেকসই এর উৎপাদন নিশ্চিতকরণ, পরিবেশ সহনশীল ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণ এবং কর্মীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও কল্যাণ সাধন, খাদ্য শৃঙ্খলের সকল স্তরে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি সমূহ অনুসরণ করা, ভোক্তার স্বাস্থ্য সুরক্ষা, মানসম্পন্ন উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি করা। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের আওতায় সারদেশে ১০টি সবজি ও ৫টি ফল গ্যাপ এর মাধ্যমে উৎপাদন শুরু হচ্ছে। পাবনাতে পেঁপে ভালো হওয়ায়, গ্যাপ এর মাধ্যমে পেঁপে উৎপাদনের জন্য পাবনার আটঘরিয়া উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। স্থান নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সঠিক আছে কি না তা জানা ও দেখার জন্য আটঘরিয়ার উপজেলার বিভিন্ন মাঠ কর্মকর্তা ও মৃত্তিকা বিজ্ঞানীরা সরেজমিন মাঠ পর্যবেক্ষণ করে।

মো: এমদাদুলহক, কৃতসা, পাবনা

পার্টনার প্রকল্পের আঞ্চলিক কর্মশালা -২০২৩ ইং

প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এন্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্টারপ্রেনারশিপ এস রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক কর্মশালা গত ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ইং পর্যটন হোটেল সৈকত, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহা পরিচালক জনাব বাদল চন্দ্র বিশ্বাস। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মো: নাসির উদ্দিন অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম। প্রকল্পের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর প্রকল্পের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পর সভার সভাপতি প্রকল্পের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা মুলক বক্তব্য তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন কম্পোনেন্ট এর কর্মপরিধি আলোচনা ও পর্যালোচন করেন। উক্ত

বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মো: নাসির উদ্দিন অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম

সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের মহাপরিচালকগন, নির্বাহী চেয়ারম্যানগণ, যুগ্মসচিব ও বিভিন্ন সংস্থার অঞ্চল প্রধান, জেলা উপজেলার কর্মকর্তাগণ, বিএফএ প্রতিনিধি, বীজ ডিলার প্রতিনিধি, রপ্তানীকারক প্রতিনিধি, উদ্যোক্তা, কৃষক প্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মীসহ কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম

বরিশালে বিনা ধান২৫'র আবাদ বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বরিশালে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উদ্ভাবিত বিনা ধান২৫'র আবাদ বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ বাবুগঞ্জ উপজেলায় বিনার নিজস্ব ক্যাম্পাসে আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন বিনার মহাপরিচালক ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিনার মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. সিদ্দিকুর রহমান, বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. শহীদুল ইসলাম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. সাকিনা খানম, উপপ্রকল্প পরিচালক ড. মো. কামরুজ্জামান এবং ঝালকাঠির কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. মনিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিনা উপকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. ছয়েমা খাতুন। বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নাজমুন নাহারের সঞ্চালনায় অন্যানদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা নাহিদ বিন রফিক, বাবুগঞ্জের কৃষক আব্দুল খালেক, উজিরপুরের কৃষক মজিবর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বরিশাল সদর, উজিরপুর, বাবুগঞ্জ, গৌরনদী, ঝালকাঠি সদর এবং নলছিটির ৬০ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত এই জাতের ধানগাছ লম্বা, তবে শক্ত। তাই বাতাসে সহজে হেলে পড়ে না, স্বল্পমেয়াদি, সার এবং সেচ কম লাগে। আলোক অসংবেদনশীল। ধান পাকার পরও ডিগপাতা গাঢ় সবুজ এবং খাঁড়া থাকে। এজন্য এর দানা পুষ্ট হয়। এর চাল বেশ লম্বা ও চিকন। তাইতো বিনা ধান২৫ হতে পারে বাসমতির বিকল্প চাল। এর ভাত খেতে সুস্বাদু। চালে যথেষ্ট পরিমাণ অ্যামাইলোজ রয়েছে। সেজন্য এর রান্না করা ভাত ঝরঝরে হয়।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

তরুণ কৃষক জুনেদ শসা চাষে ২০ হাজার খরচে লক্ষাধিক টাকা আয়ে খুশি

স্বল্পমেয়াদে বেশি ফলন পাওয়া যায় এমন উন্নত জাতের শসা চাষ করেছেন সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার তরুণ কৃষক জুনেদ আহমদ। শসার চাষে বাম্পার ফলনে তিনি খুশি হয়েছেন। মাত্র ৩ মাসের পরিশ্রমে শসা বিক্রি করে তিনি লক্ষাধিক টাকা আয় করেছেন। শসার আশানুরূপ ফলনে জুনেদের চোখে-মুখে হাসির ঝিলিক লক্ষ করা যাচ্ছে। তরুণ কৃষক জুনেদ আহমদ গোয়াইনঘাট উপজেলার নন্দিরগাঁও ইউনিয়নের নওয়াগাঁও গ্রামের বাসিন্দা। কৃষি বিভাগের সহযোগিতায় তিনি উন্নত জাতের শসা চাষ করে সফল হয়েছেন। তার উৎপাদিত শসা স্থানীয় বাজারে সরবরাহের পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রামের ক্রেতারাও এসে কিনে নিচ্ছেন। তার সফলতা দেখে অনেক কৃষক শসা চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। জানা যায়, ৪৫ শতক জমিতে শসার বীজ রোপণ করে চারা একটু বড় হওয়ার পর পরিচর্যার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে শসাগাছ। জমি তৈরি, বীজ সংগ্রহ ও সার শ্রমিক সবমিলিয়ে খরচ হয়েছে ২০ হাজার টাকা। এখন পর্যন্ত লক্ষাধিক টাকার শসা বিক্রি হয়েছে। সকল খরচ বাদ দিয়ে দেড় লাখ টাকা লাভ থাকবে। আগামীতে আরো বেশি জমিতে শসার আবাদ করবেন বলে জানান। খুব কম সময়ে, স্বল্প খরচে ও পরিশ্রমে শসার ভালো ফলন পাওয়া যায় বলে শসা চাষে কৃষকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান কৃষক জুনেদ। শসার পাশাপাশি তিনি আরো ৪৫ শতক জায়গাতে টমেটো চাষ করেছেন। সেখানেও ভালো ফলনে লাভের আশা দেখছেন তরুণ এই কৃষক। গত বছর দুই বিঘা জমিতে টমেটো চাষ করে ভালো মুনাফা পেয়েছেন। তাকে অনুসরণ করে এ বছর অনেকে টমেটো চাষে আগ্রহী হয়েছে।

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

কৃষি সেক্টরের গবেষণার ফসল বাংলাদেশে

প্রথম পাতার পর

এর চারা হস্তান্তর অনুষ্ঠান-২০২৩' সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, জৈন্তাপুর, সিলেট কেন্দ্রে ০২ নভেম্বর, ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ড. দেবাশিষ সরকার, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ওয়াহিদা আক্তার, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রধান অতিথি বলেন, বর্তমান সরকার কৃষিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আমাদের দেশের মাটি সোনার মাটি। এখানে কৃষি পণ্য উৎপাদনের উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে। কৃষি বিজ্ঞানীগণ গবেষণা কাজে এগিয়ে আসায় দেশে নতুন নতুন ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিতে দেশের অনেক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। কৃষি সেক্টরের গবেষণার ফসল বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিতে হবে।

কৃষকরা হচ্ছেন দেশের প্রাণ শক্তি উল্লেখ করে প্রধান অতিথি বলেন কৃষি ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সরকার যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন তা কাজে লাগাতে হবে। কৃষি গবেষণা কেন্দ্র থেকে যেসব চারা বিতরণ করা হয়েছে তা যত্ন করা প্রয়োজন। সিলেট অঞ্চলে অন্তত ৪ লাখ হেক্টর পতিত জমি রয়েছে। এসব অনাবাদি জমি চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। নিজের ভাগ্য ও দেশের পরিবর্তনে তিনি কৃষকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বারি উদ্ভাবিত বাতাবিলেবু-৫ এর মাতৃকলম, বিভিন্ন লেবুজাতীয় ফল ও কফির চারা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট হস্তান্তর করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড. শাহ মো. লুৎফুর রহমান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, জৈন্তাপুর, সিলেট।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল; জনাব বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর; ড. দিলোয়ার আহমদ চৌধুরী, পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট; ড. ফেরদৌসী ইসলাম, পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট; রেহানা ইয়াসমিন, যুগ্ম সচিব (গবেষণা অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়; ড. মো. আলতাফ হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক, কফি, কাজুবাদাম এর গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প (বারি অংশ) ও কৃষিবিদ খয়ের উদ্দিন মোল্লা, অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপাপ্ত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেট।

অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্রের লেবুজাতীয় ফলের মাতৃবাগান, কফি ও কাজুবাদামের বাগান পরিদর্শন ও চারা রোপণ করেন। অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সিলেট অঞ্চলের ১৩টি দপ্তরের কর্মকর্তাগণ, এনজিও প্রতিনিধি ও কৃষক অংশগ্রহণ করেন এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ড. মাহমুদুল ইসলাম নজরুল, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ওএফআরডি, সিলেট।

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

প্রিয় পাঠক, এখন থেকে অনলাইনে কৃষিকথা'র গ্রাহক হতে পারবেন। অনলাইনে গ্রাহক হতে QR কোড স্ক্যান করুন।

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় সরিষার মাঠ মৌমাছি খামার পরিদর্শন ও কৃষকদের সাথে আলোচনা

কৃষিমন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উল্লাপাড়া উপজেলার বিভিন্ন মৌ খামার পরিদর্শন করে।

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় কৃষকের সরিষার মাঠ ও মৌমাছি খামার পরিদর্শন ও কৃষকদের সাথে আলোচনা করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ। উপজেলার কয় ইউনিয়নের জঙ্গলখামার গ্রামে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কৃষকদের সাথে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহবুবুল হক পাটয়ারী।

প্রধান অতিথি বলেন, আমাদের দেশে সরিষার আবাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও কৃষি বিভাগের তৎপরতায় সরিষার আবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি মৌ চাষের মাধ্যমে মধু উৎপাদনের জন্য অনেক উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে। এতে করে অনেকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে। এসকল খামারে যে মধু উৎপাদন হয় তা শতভাগ প্রাকৃতিক ও বিশুদ্ধ। এতে করে দেশে মধু ও সয়াবিন তেল আমদানি ব্যয়ও কমছে। এরপর স্থানীয় কৃষকদের নিকট থেকে বিভিন্ন মতামত গ্রহণ করেন। পরিশেষে কর্মকর্তাগণ উল্লাপাড়া উপজেলার বিভিন্ন মাঠে সরিষার আবাদ পরিদর্শন করেন ও সরিষা চাষি ও মৌ খামারিদের বিভিন্ন প্রকার পরামর্শ দেন। মতবিনিময়কালে খামারিরা জানান, উৎপাদিত মধু খামার থেকেই পাইকারদের কাছে ও বিভিন্ন কোম্পানির নিকট বিক্রি করা হয়। এছাড়া অনলাইনের অর্ডারের মাধ্যমে বিক্রয় হয়ে থাকে।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ সরকার শফি উদ্দীন আহমদ। এসময় অন্যান্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধিশাখা-২ এর যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ এনামুল হক, কৃষি মন্ত্রণালয়ের-৭ শাখা এর উপসচিব সুজয় চৌধুরী, তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মুহম্মদ আরশেদ আলী চৌধুরী, সিরাজগঞ্জের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ বাবলু সূত্রধর, অত্র প্রকল্পের মনিটরিং অফিসার কৃষিবিদ মো: আখেরুর রহমান, উল্লাপাড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ সুবর্ণা ইয়াসমিন সুমিসহ অত্র উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সকল উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ, এলাকার দুই শতাধিক কৃষক-কৃষাণি। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আটঘরিয়া উপজেলার অতিরিক্ত কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো: শাহাবুদ্দিন আহমেদ।

মো: এমদাদুল হক, কৃতসা, পাবনা

শরীয়তপুরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক সভা বৃহস্পতিবার ২৮ ডিসেম্বর ২০২৩, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ফরিদপুর অঞ্চল, ফরিদপুরের উদ্যোগে আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ মোঃ হারুন-অর-রশীদ, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ ফরিদপুর অঞ্চল ফরিদপুর। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফরিদপুরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ রফিকুল ইসলাম, রাজবাড়ীর উপপরিচালক কৃষিবিদ আবুল কালাম আজাদ, মাদারীপুরের উপপরিচালক ড. সন্তোষ চন্দ্র চন্দ, গোপালগঞ্জের উপপরিচালক, আঃ কাদের সরদার, হর্টিকালচার সেন্টার, ফরিদপুরের উপপরিচালক, মোঃ জসীম উদ্দিন, হর্টিকালচার সেন্টার কাশিয়ানীর উদ্যানতত্ত্ববিদ জনাব রাকিবুল হাসান। সভায় বোরো মৌসুমে সমলয়ে প্রযুক্তি ব্যবহার, কৃষি ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ এবং প্রণোদনার বীজ ও সারের সুষ্ঠু বণ্টন নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের অংশগ্রহণ ও সরকারের সাথে সরকারি দপ্তরের ৬টি বিষয়ে চুক্তি বাস্তবায়ন, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি বিভাগের সেবা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাসহ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাদের মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম জোরদার করণের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। এছাড়া সভায় ফরিদপুর অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

আসাদুল্লাহ, কৃতসা, ফরিদপুর প্রতিনিধি

উৎপাদন বৃদ্ধি ও সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে গুরুত্ব দেওয়া হবে- মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

দ্বিতীয় পাতার পর

সিন্ডিকেট অবশ্যই দুর্বল হয়ে যাবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কৃষকবান্ধব সরকার। কৃষক ও কৃষির আরো উন্নতির জন্য যা প্রয়োজন, আমাদের ক্ষমতার মধ্যে যা আছে তা করব।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, কৃষি একটি বড় মন্ত্রণালয়। এখানে কাজের পরিধিও বেশি। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, উদ্যোক্তা সবাই মিলে যদি কাজ করি, এ শক্তি কিন্তু বড় শক্তি, এর রেজাল্টও কিন্তু আমরা পাব। কৃষিক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জও আমরা মোকাবেলা করতে সক্ষম হবো।

ফসলের উৎপাদন আরো বৃদ্ধিতে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার জন্য কর্মকর্তাদের এসময় নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তারের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় মন্ত্রণালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৮টি সংস্থার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস রিলিজ, কৃষিমন্ত্রণালয়

জৈন্তাপুরে তরমুজ চাষিদের সাথে মতবিনিময় সভা

প্রধান অতিথি উল্লাপাড়া উপজেলার বিভিন্ন মাঠে সরিষার চাষি ও মৌ খামারিদের পরিদর্শন করে পরামর্শ দেন

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জৈন্তাপুর, সিলেট কর্তৃক আয়োজিত আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাঠে স্থাপিত তরমুজ প্রদর্শনী চাষিদের সাথে মতবিনিময় সভা ২৯ শে ডিসেম্বর ২নং জৈন্তাপুর ইউনিয়নের বিরাখাই গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি মো. মাহবুবুল হক পাটোয়ারী, অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, তিনি বলেন- বর্তমান সরকার কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করছে। দেশের প্রতিটি অঞ্চলে পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় এনে এবং তাদের উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন করে কৃষক ও কৃষি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে কাজ করে যাচ্ছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। সভায় অতিথিবৃন্দ স্থানীয় কৃষকদের সাথে কৃষি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। এ সময় কৃষকেরা কৃষি ক্ষেত্রে তাদের সীমাবদ্ধতার ও সমস্যার কথা গুলো তুলে ধরেন। প্রধান অতিথি সব সমস্যার বিষয়ে অবগত হন এবং পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ম প্রকল্পের আওতায় উপজেলার ১৪০ হেক্টর জমিতে তরমুজের আবাদ করা কৃষকদের সাথে কথা বলেন। প্রকল্প পরিচালক মো: রকিব উদ্দিনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ এনামুল হক, যুগ্ম সচিব, পরিকল্পনা-২ অধিশাখা; তাসলিমা আহমেদ পলি, উপসচিব, পরিকল্পনা-৫ অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ মো. মতিউজ্জামান, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সিলেট অঞ্চল, সিলেট। পূর্বে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে কৃষক পর্যায়ে ৫ বিঘা জমিতে প্রদর্শনী দেয়া স্থানীয় কৃষকেরা উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন করে পতিত জমি চাষে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়াও দীর্ঘদিন বিরাখাই এলাকায় স্থায়ী পতিত জমিতে যেখানে শন বিন্নাউরায় ভর্তি থাকত, সে জায়গায় ৬০ বিঘা জমিতে চলতি মৌসুমে তরমুজ ও নাগামরিচের আবাদ করা হয়েছে বলে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের সিনিয়র মনিটরিং অফিসার মো: আব্দুল মান্নান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সিলেটের অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি) মো: আনিসুজ্জামান, জৈন্তাপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শামিমা আক্তার, ২নং জৈন্তাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফখরুল ইসলাম, উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ এবং প্রদর্শনী প্রাপ্ত কৃষক কামরান আহমেদ।

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

কুসুমপুরায় জরুরি কৃষি উপকরণ বিতরণ

কৃষি উপকরণ বিতরণ করছেন জনাব বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা

আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারের মাঝে জরুরি কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার কুসুমপুরা ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে গত ২৩ ডিসেম্বর-২০২৩ ইং বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব বাদল চন্দ্র বিশ্বাস। বিতরণ কৃত উপকরণ হলো-৫ কেজি ধান, ১০ কেজি ডিএমপি, ১টি কোদাল ১টি সাইলো ড্রাম ১২ ধরনের সবজি বীজ (২৭৬ গ্রাম), ১০ কেজি ধান, ১০ কেজি এমওপি সার ও ১টি সিঞ্জনযন্ত্র। FAO এর আর্থিক সহায়তায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পটিয়া উপজেলার সহযোগিতায় উক্ত উপকরণ বিতরণ করা হয়। এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড.শাহনাজ কবির ডিজি, ব্রি; ড. দেবাশিষ সরকার. ডিজি বারি; এটি এস সাইফুল ইসলাম; যুগ্ম সচিব সম্প্রসারণ উইং ও কৃষি মন্ত্রণালয়; ড. নুর মোহাম্মদ খন্দকার সহকারী কান্ট্রি ডিরেক্টর এফএও; মো: মিজানুর রহমান, প্রোগ্রাম কো অর্ডিনেটর, পার্টনার; তাজুল ইসলাম পাটোয়ারি, পরিচালক, সরেজমিন উইং; ইউএনও, পটিয়া উপজেলা; উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা, পটিয়া; কুসুমপরা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান; এআইএস প্রতিনিধি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রতিনিধিসহ প্রায় ১০০ জন কৃষক/কিষানিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম

স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের

প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবার ১২ ডিসেম্বর, সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জনাব বাদল চন্দ্র বিশ্বাস। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অর্থায়নে এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্টারপ্রেনরশিপ অ্যান্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) এর বাস্তবায়নাধীন দিনব্যাপী এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তার। এ সময় অন্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রাইস রিচার্স ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহজাহান কবির, ফিল্ড সার্ভিসের পরিচালক মোঃ তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী, কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক ড. সুরজিত সাহা রায়, ফরিদপুরের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ, পার্টনার প্রকল্পের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মোঃ মিজানুর রহমান, ফরিদপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোঃ রফিকুল ইসলামসহ বৃহত্তর ফরিদপুরের ৫ জেলার কৃষি কর্মকর্তা ও কৃষকগণ।

আসাদুল্লাহ, কৃতসা, ফরিদপুর, ঢাকা

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ রাজধানীর মিরপুরের শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও মহাপরিচালক বীজ অনুবিভাগ মহাপরিচালক মো: আবু জুবাইর হোসেন বাবলুএর নেতৃত্বে কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

কৃষিবিদ ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

খোরপোষের কৃষি থেকে বাণিজ্যিক কৃষিতে

শেষ পাতার পর

প্রকল্পের অতিরিক্ত প্রোগ্রাম পরিচালক ড. গৌর গোবিন্দ দাস। স্বাগত বক্তব্য দেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. আফতাব হোসেন।

কর্মশালায় পার্টনার প্রোগ্রাম নিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে জানানো হয়, পার্টনার প্রোগ্রামের অনুমোদিত পাক্কলিত ব্যয় প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ইফাদের আর্থিক সহযোগিতায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের ৭টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন হবে। এর স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে রয়েছে ৮টি প্রতিষ্ঠান। ৫ বছর মেয়াদী এই কার্যক্রমের শেষ সময় ২০২৮ সালের ৩০ জুন। ৪৯৫টি উপজেলায় কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ করাই এই প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য। এর মাধ্যমে দেশের ৩ লাখ হেক্টর জমিতে ফল ও সবজি, ২ লাখ হেক্টর জমিতে জলবায়ু সহিষ্ণু ধানের জাত, ২ লাখ হেক্টর জমিতে অন্য দানা শস্য ফসল, ডাল ফসল, তেল ফসল ও উদ্যান ফসল আবাদের এলাকা বাড়বে। একই সাথে ১ লাখ হেক্টর জমিতে উন্নত আধুনিক সেচ এলাকাও বৃদ্ধি হবে। পাশাপাশি ২০ হাজার তরুণ ও নারী উদ্যোক্তা তৈরি করা হবে। প্রোগ্রামে আরো থাকছে কৃষি সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার, গবেষণা ও উন্নয়ন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও সেচ যন্ত্রপাতি, মোবাইল ক্রপ ক্লিনিক, কৃষিকাজে অনুদান, বিপণন ব্যবস্থার মান উন্নয়ন, কৃষক এবং

> **৪৯৫টি উপজেলায় কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ করাই এই প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য**

কৃষি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ। এছাড়াও এই প্রোগ্রামে দেশের ২ কোটি ২৭ লাখ ৫৩ হাজার ৩২১ জন কৃষকের মাঝে স্মার্ট কার্ড বিতরণ করা হবে।

কৃষিবিদ মো. শাহাদৎ হোসেন, কৃতসা, রংপুর

সম্প্রসারণ বার্তা
৪৭তম বর্ষ ❑ নবম সংখ্যা
❑ পৌষ-১৪৩০ বঙ্গাব্দ; ডিসেম্বর-জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

মাদারীপুরে কৃষির পার্টনার প্রোগ্রামের কর্মশালায় কৃষি সচিব

মাদারীপুরে প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশিপ অ্যান্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) প্রোগ্রামের কর্মশালা ১৩ ডিসেম্বর ২০২৩ সকাল ১০টায় মাদারীপুরের হর্টিকালচার সেন্টার, বরিশালের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) উদ্যোগে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

খোরপোশের কৃষি থেকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর

কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তার বলেছেন, পার্টনার প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেশের ৩ লাখ হেক্টর জমিতে ফল ও সবজি, ২ লাখ হেক্টর জমিতে জলবায়ু সহিষ্ণু ধানের জাত, ২ লাখ হেক্টর জমিতে অন্য দানাদার শস্য ফসল, ডাল ফসল, তেল ফসল ও উদ্যান ফসল আবাদের এলাকা বাড়বে। দেশের ৪৯৫টি উপজেলায় কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এই প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য। এর আওতায় ৫টি ফল ও ১০টি সবজিসহ মোট ১৫টি ফসলকে চাষাবাদে আধুনিকায়ন করা হবে। একই সাথে দুই লাখ ১৭ হাজার কৃষককে স্মার্ট কৃষক হিসেবে প্রশিক্ষিত করা হবে। প্রায় সাত হাজার কোটি টাকার পার্টনার প্রকল্পর কার্যক্রমের মাধ্যমে এদেশের কৃষক, কৃষি সেবা, কৃষি সমাজ এবং কৃষি ব্যবসা সর্বোপরি বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদ রূপান্তরিত হবে স্মার্ট বাংলাদেশে। ২০ ডিসেম্বর, ২০২৩ রংপুরের পর্যটন মোটেল হলরুমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সবচেয়ে বড় প্রকল্প পার্টনার প্রকল্পের দিনব্যাপী আঞ্চলিক কর্মশালায় কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তার এসব কথা বলেন। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের 'প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল ও অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশিপ অ্যান্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)' প্রকল্পের এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাসের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, বিএডিসি চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ওমর মোহাম্মদ ইমরুল মহসিন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর, ডিএইর সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক মো. তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মিজানুর রহমান ও

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব ওয়াহিদা আক্তার, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

সম্পাদক : কৃষিবিদ রূপালী সাহা, সহকারী তথ্য অফিসার (শ.উ)
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার কৃষিবিদ খন্দকার জান্নাতুল ফেরদৌস কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০. ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd